চল্লিশতম পদ্যের গুপ্ত ইতিহাস — সংখ্যা এগারো

সংখ্যা এগারো

Jeff Pippenger

2026-05-21

যোয়েলের পুস্তক সম্ভবত সমগ্র শাস্ত্রের উত্তরবর্ষণের সর্বাধিক প্রত্যক্ষ প্রকাশ, এবং যোয়েল তাঁর বক্তব্যের সূচনায় প্রথমেই লাওদিকেয়ীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর দ্বারা সম্পাদিত ধর্মত্যাগের চার প্রজন্মের প্রতি ইঙ্গিত করেন। যোয়েলের প্রারম্ভিক পদসমূহে উপস্থাপিত ক্রমবর্ধমান ধ্বংসের সেই চার প্রজন্ম, যিহিষ্কেলের অষ্টম অধ্যায়ের চারটি ক্রমবর্ধমান ঘৃণিত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৮৬৩ হইতে ১৮৮৮ পর্যন্ত সময় প্রথম প্রজন্মকে নির্দেশ করে, এবং ইহা মিলারাইটদের ভিত্তিমূলক বার্তার প্রত্যাখ্যানকে নির্দেশ করে, যাহা ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের অগ্রদূত-চার্টসমূহে উপস্থাপিত, হাবাকূক দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিফলিত, এবং দশ আজ্ঞার দুই পাথরের ফলকে উপস্থাপিত নিয়মের প্রতীক।

১৮৮৮ থেকে ১৯১৯ সেই প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে, যে প্রজন্ম বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার অভিজ্ঞতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; আর সেই অভিজ্ঞতাই ফিলাডেলফিয়া মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত এক অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে। প্রথম প্রজন্মে বিদ্রোহ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল উইলিয়াম মিলার দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত নেতৃত্বের কাজের বিরুদ্ধে, এবং ১৮৮৮ সালের দ্বিতীয় প্রজন্মে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের তৃতীয় প্রজন্মের সূচনা হয় উইলিয়াম ওয়ারেন প্রেসকটের The Doctrine of Christ বই দিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটে ১৯৫৬ সালে Questions on Doctrine বইয়ের মাধ্যমে। সেই তৃতীয় প্রজন্ম ছিল বিশ্বের সঙ্গে আপসের প্রজন্ম, যখন অ্যাডভেন্টবাদ আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের চিকিৎসা-চর্চার স্বীকৃতি, এবং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও রোমান ক্যাথলিকবাদের একাডেমিক পণ্ডিতদের দ্বারা তাদের কলেজগুলোর স্বীকৃতিলাভের চেষ্টা করছিল।

তৃতীয় প্রজন্মে এলেন হোয়াইটের লেখনী থেকে প্রদত্ত শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এবং তার স্থলে বিশ্বের মিথ্যা শিক্ষাচর্চা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা গ্রিসের শিক্ষাদর্শনে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। গ্রিক শিক্ষা দেবী এথেনা দ্বারা প্রতীকায়িত, যিনি টেনেসির ন্যাশভিলে অবস্থিত প্রতিরূপ পার্থেনন মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন।

সত্য শিক্ষা বাইবেলে দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশিত হয়েছে ভাববাদী ইলিশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাববাদীদের বিদ্যালয়সমূহে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৭ সালের মাক্কাবীয় বিদ্রোহ থেকে খ্রিষ্টাব্দ ৭০ সালে যিরূশালেমের ধ্বংস পর্যন্ত সময়কাল, বহুাংশে, প্রাচীন আক্ষরিক গৌরবময় দেশের সংস্কৃতি ও জাতির মধ্যে গ্রিক শিক্ষার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ ছিল। মাক্কাবীয়দের প্রতিবাদ ছিল প্রতিটি স্তরে গ্রিক প্রভাবের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ, কিন্তু মাক্কাবীয় উগ্রপন্থীদের ইতিহাস ও প্রেরণার মধ্যে গ্রিসের শিক্ষাগত প্রভাব এতই সর্বব্যাপী ছিল যে, এই বাস্তবতা থেকে তাকে পৃথক করা যায় না—গ্রিক শিক্ষা সম্ভবত সেই বৃহত্তম উপাদান ছিল, যা ইহুদিদের দ্বারা যীশু খ্রিষ্টকে তাদের মশীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইহুদিদের উপর গ্রিক শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাব এবং ইহুদিদের দ্বারা খ্রিষ্টকে প্রত্যাখ্যান ও ক্রুশবিদ্ধ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা শিক্ষার অবদান শনাক্ত

করে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

মাকাবীয় বিদ্রোহ আধুনিক আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত দেশে ১৭৭৬ সালের বিদ্রোহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ৪,০০০-এরও অধিক নিবন্ধিত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যা গ্রিক ও যাজকীয় শিক্ষা-অনুশীলনের দর্শনের উপর নির্মিত। গত দশ-বারো বছরের অরাজকতা ও আইনহীনতা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত শিক্ষা-কেন্দ্রগুলোর সূত্রে অনুসরণ করা যায়; এসব কেন্দ্র বহু দশক ধরে এমন শিক্ষার্থীদের মতাদর্শগতভাবে প্রভাবিত করে আসছে, যারা ইতোমধ্যেই গণমাধ্যম ও বিনোদনের উৎসগুলোর দ্বারা এমনভাবে মানসিকভাবে গঠিত হয়েছিল যে তারা ফরাসি বিপ্লব-পর্বের শয়তানীয় দর্শনসমূহ থেকে উদ্ভূত বিশ্বতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। আজকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-কেন্দ্রগুলোতে প্রবেশ করার আগেই সদোম ও গোমোরাহ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত জীবনধারা গ্রহণ করার জন্য পূর্বেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল; আর সেই শিক্ষা-কেন্দ্রগুলো শ্বেতাঙ্গদের, খ্রিষ্টানদের এবং প্রকৃত আমেরিকান ইতিহাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্মিত। আজকের দিনে যুক্তরাষ্ট্রের এমন কোনো নাগরিক, যিনি ন্যায়বিচারের সেই অবিরাম দ্বি-স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থাকে বুঝতে চান—যা বাইবেল ও স্পিরিট অব প্রফেসি-তে চিহ্নিত সেই বিচার ও সত্যকে রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে—তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে বর্তমান পরিস্থিতি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিকল্পিত আক্রমণের ফল, যা জীবনের একেবারে প্রারম্ভিক বছরগুলো থেকেই এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মতাদর্শগতভাবে সঞ্চারিত করা হয়, যা মানবজাতিকে অভিজাত বিশ্বতন্ত্রীদের—অর্থাৎ ড্রাগন শক্তির—নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্য নকশাকৃত!

এলেন হোয়াইটের লেখনিতে পাঁচটি প্রধান বিষয় রয়েছে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সংস্কার, খ্রিষ্টীয় জীবন, মহা-বিবাদ বিষয়বস্তু এবং ব্যবহারিক ধার্মিকতা। শিক্ষা ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মায় বিদ্যমান পাঁচটি প্রধান বিষয়ের একটি, এবং এলেন হোয়াইট ঈশ্বরের বাক্যে উল্লিখিত প্রত্যেক ভাববাদীর ন্যায় সমানভাবে এক জন বাইবেলীয় ভাববাদী ছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এর অর্থ এই যে তাঁর জীবন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য এবং তাদের এক দৃষ্টান্ত। খ্রিষ্টই একমাত্র আমাদের দৃষ্টান্ত—এমন কথা কেউ ভাবার আগে; পৌল ঘোষণা করেন:

> কারণ খ্রীষ্টে তোমাদের দশ সহস্র শিক্ষক থাকলেও পিতা অনেক নেই; কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে আমি সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের জন্ম দিয়েছি। অতএব আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা আমার অনুসরণকারী হও। ১ করিন্থীয় ৪:১৫, ১৬।

একজন ভাববাদী হিসেবে Ellen White একটি দৃষ্টান্ত। কেবল একবারই Ellen White কোনো বোর্ড-সদস্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই একবার ছিল এমন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়, যা তাঁর পরিচর্যার পাঁচটি প্রধান বিষয়ের একটিতে উপস্থাপিত সত্য শিক্ষার নীতিমালা গ্রহণ করেছিল। Tennessee-এর Madison-এ অবস্থিত সেই কলেজটি Tennessee-এর Nashville-এর মহানগর জেলায় অবস্থিত। তিনি শুধু 1904 সাল থেকে 1915 সালে তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্ব পর্যন্ত Madison college-এর প্রতিষ্ঠাতা বোর্ডে থাকতে সম্মতই হননি, বরং যে ভূমিতে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। Nashville হলো সেই গ্রীক শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র, যা Maccabees-এর ইতিহাসে ইহুদিদের তাদের Messiah-কে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করেছিল; আর Maccabees বর্তমান আমাদের জীবিত সময়ের ধর্মত্যাগী Protestantism-এর

প্রতিরূপ। Maccabees-এর ধারা verse forty-এর গুপ্ত ইতিহাসে সুদৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা সেই ধর্মত্যাগী Protestantism-কে প্রতিনিধিত্ব করে, যা এখন গ্রীক শিক্ষার সেই একই—যদিও তার আধুনিক রূপ—ধ্বংসাত্মক ফল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মতাদর্শগতভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

অ্যাডভেন্টবাদের তৃতীয় প্রজন্মে, যে নেতৃত্ব ১৮৮৮ সালে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বের স্বীকৃতিদান-সংক্রান্ত কাঠামোর হাতে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ন্যাশভিল সত্য ও মিথ্যা—উভয় শিক্ষার প্রতীকী কেন্দ্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। নবী সেই একই নগরকে নির্বাচন করেছিলেন, যেটিকে বিশ্ব গ্রিক শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিতভাবে সংরক্ষিত করার জন্য নির্বাচন করেছিল; কারণ গ্রিক শিক্ষার বিপরীতে—যা সমগ্রতাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সত্যকে বিচ্ছিন্ন বিষয়সমূহে বিভক্ত করার উপর ভিত্তি করে—সত্য শিক্ষা হলো সিস্টার হোয়াইটের অপর চারটি প্রধান বিষয়ের ভিত্তিমূল: স্বাস্থ্য সংস্কার, ব্যবহারিক ধার্মিকতা, খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন, এবং বিশেষভাবে মহাসংঘর্ষের বিষয়।

যীশু সর্বদা শেষকে শুরু দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, এবং এদেনে উদ্যানের পরীক্ষা বর্তমান সময়ে যে পরীক্ষার সম্মুখীন বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে, তারই দৃষ্টান্ত প্রদান করে। শেষকালের পরীক্ষা প্রত্যেকে বাইবেলীয় পরীক্ষারই সমান, কারণ ঈশ্বর কখনও পরিবর্তিত হন না। একটি বাইবেলীয় পরীক্ষা হলো তিন-ধাপের এক পরীক্ষণ-প্রক্রিয়া, যা পরীক্ষণ-প্রক্রিয়ার শেষে প্রকাশিত দুই শ্রেণি উৎপন্ন করে। প্রথম দূত তিনটি ধাপ এইভাবে ব্যক্ত করেন—ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব দাও; কারণ বিচারের লিটমাস-পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়েছে। প্রথম ধাপ ছিল মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞানের বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করার আদেশ। ঈশ্বরভীতির প্রয়োজনীয় অভাবে, হবা বৃক্ষ-সংক্রান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থ হলো এবং সেই ফল ভক্ষণ করল, যা মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই প্রতীকরূপে উপস্থাপিত ছিল। আদমের ঈশ্বরভীতি তাকে বৃক্ষের বিদ্রোহে প্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, এবং তাদের উভয়ের উপর বিচার উপস্থিত হলো, কারণ তারা দেবত্বের অধিষ্ঠানকারী উপস্থিতি ব্যতীত এক জীবন প্রকাশ করেছিল।

শেষ দিনের পরীক্ষা একটি সতর্কবাণীর মাধ্যমে শুরু হয়—যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিতবাণীতে যে অমোচনীয় সীলমোচনের ফলে জ্ঞানের যে বৃদ্ধি উন্মুক্ত হয়েছে, মানবজাতির অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক পূর্বে সেই জ্ঞানের বৃদ্ধি ভক্ষণ করতে হবে। অ্যাডভেন্টিজমের মধ্যে হোক, কিংবা অ্যাডভেন্টিজমের বাইরে যারা আছে তাদের মধ্যে হোক, পরীক্ষা নির্ভর করে আমাদের সময়ে সীলমুক্ত হওয়া “জ্ঞান”-এর বৃদ্ধিকে গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার উপর। সেই জ্ঞানের পরীক্ষা উদ্যানের পরীক্ষার বৃক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে, যা মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। সত্য শিক্ষা ১৯০৪ সালে টেনেসির ন্যাশভিলে অবস্থান করেছিল এবং প্রতীকায়িত হয়েছিল, আর মিথ্যা শিক্ষা ১৮৯৭ সালে ন্যাশভিলে অবস্থান করেছিল এবং প্রতীকায়িত হয়েছিল; পরে ১৯২০ সালে তা একটি স্থায়ী স্থাপনা হিসেবে পুনর্নির্মিত হয়। ভাববাদিনীর জীবদ্দশায় সত্য শিক্ষা ন্যাশভিলে সংরক্ষিত হয়েছিল, এবং মিথ্যা শিক্ষাও সেখানে সংরক্ষিত হয়েছিল। ১৯১৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পার্থেনন মন্দিরের দ্বিতীয় ও স্থায়ী নির্মাণে মিথ্যা শিক্ষা পুনঃস্থাপিত হয়, এবং লাওদিকেয়ীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর নেতৃত্বের দ্বারা জগতের সঙ্গে আপসের মাধ্যমে সত্য শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হয়।

ন্যাশভিলের উপাধি, "দক্ষিণের এথেন্স", ১৮৯৭ সালের সেন্টেনিয়াল এক্সপোজিশনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই ভবনটি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই এক্সপোজিশনের বহু ভবন প্রাচীন মূল আদলের অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল। তবে, পার্থেননই ছিল একমাত্র ভবন যা ছিল হুবহু একটি প্রতিরূপ। আজকের টেনেসির ন্যাশভিল তার সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু জনি ক্যাশ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, ন্যাশভিল গান নয়, শিক্ষার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮৫০-এর দশকে এসে, বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যাশভিল ইতিমধ্যেই "দক্ষিণের এথেন্স" উপাধি অর্জন করেছিল; এটি ছিল আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম নগরী, যেখানে একটি সরকারি বিদ্যালয়ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। শতাব্দীর শেষে, ন্যাশভিলে ফিস্ক ইউনিভার্সিটি, সেন্ট সিসিলিয়া অ্যাকাডেমি, মন্টগোমারি বেল অ্যাকাডেমি, মেহ্যারি মেডিক্যাল কলেজ, বেলমন্ট ইউনিভার্সিটি এবং ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি—সবই তাদের দ্বার উন্মুক্ত করবে। সে সময় ন্যাশভিল দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম পরিশীলিত ও শিক্ষিত নগরী হিসেবে পরিচিত ছিল, যা সম্পদ ও সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল।

অধর্মের রহস্য অনুপ্রাণিত বাক্যে একই সঙ্গে একটি বিশেষ্য এবং একটি ক্রিয়া। অনুপ্রেরণা শয়তানকে, এবং সেই পোপকে—যাকে সিস্টার হোয়াইট শয়তানের "ডান হাতের মানুষ" বলে অভিহিত করেন—অধর্মের রহস্য হিসেবে শনাক্ত করে। তবুও "অধর্মের রহস্য" সত্য ও ভ্রান্তির মিশ্রণকেও বর্ণনা করে। যোয়েলের ধর্মত্যাগের চার পুরুষ ইজেকিয়েলে অধ্যায় আটে ক্রমবর্ধমান চারটি জঘন্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঐ দুই সাক্ষী প্রকাশিত বাক্যের প্রথম চারটি মণ্ডলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং তৃতীয় মণ্ডলীকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে কনস্টান্টাইনের খ্রিষ্টধর্মের আপসের মাধ্যমে, যা পৌত্তলিকতার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ঐ প্রথম চারটি মণ্ডলী প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আধুনিক ইস্রায়েলের ইতিহাসের প্রতীক।

প্রাচীন ইস্রায়েলের তৃতীয় প্রজন্মে, ইস্রায়েলের রাজাগণ অন্যান্য জাতির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করেছিলেন—যে জাতিগণকে কখনও ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্কে আনা উচিত ছিল না। প্রকাশিতবাক্য পুস্তকে উপস্থাপিত প্রাচীন আক্ষরিক ইস্রায়েল এবং খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর সমান্তরালতা একটি ভাববাণীমূলক বিষয়, যা Habakkuk's Tables শীর্ষক অধ্যয়নে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যোয়েল, ঈশ্বরের মনোনীত চুক্তিবদ্ধ জাতি হওয়া থেকে যারা "ছিন্ন" হয়, সেই চতুর্থ ও চূড়ান্ত প্রজন্মকে যিহিষ্কেলের ক্রমবর্ধমান চারটি জঘন্যতার মধ্যে সূর্যের প্রতি নত হওয়া পঁচিশ জন প্রাচীনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দেখান। সেই চতুর্থ প্রজন্মে, যেখানে লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিজম রবিবার-আইনের সময় সূর্যের প্রতি নত হওয়ার কারণে ছিন্ন হয়ে যায়, তা থুয়াতীরা-র চতুর্থ মণ্ডলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ৫৩৮ সালে অথবা অদূর-আসন্ন রবিবার-আইনে পাপাসির শাসনকে প্রতীকায়িত করে। পের্গামসের তৃতীয় মণ্ডলী "আপস"-কে উপস্থাপন করে—তা প্রাচীন ইস্রায়েলের পৌত্তলিক রাজ্যগুলোর সঙ্গে নিজেদের সমন্বয়ই হোক, অথবা কনস্টান্টাইনের পৌত্তলিকতাকে খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে একত্রিত করাই হোক—এবং ঐ দুই সাক্ষী প্রকাশিতবাক্য তেরোর পৃথিবী-পশুর তৃতীয় প্রজন্মকে সম্বোধন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের চার প্রজন্ম, যারা অন্যান্য সত্যের মধ্যে ৪০০/৪৩০ বছরের দাসত্বকালে মিশরের দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল লোহিত সাগরের জলে ফেরাউনের নিমজ্জনের মাধ্যমে। সেই জলরাশি সেই জাতির সমাপ্তি চিহ্নিত করেছিল, যে

জাতির ওপর বিচার আসার কথা ছিল যখন ঈশ্বর ভাববাদী মোশির মাধ্যমে প্রাচীন ইস্রায়েলের জন্য পরিত্রাণ সাধন করছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার সেই সময়পর্বে সম্পন্ন হয়, যখন ঈশ্বরের মণ্ডলীর ওপর বিচার উপসংহারে পৌঁছে; অতএব লক্ষ্যণীয় যে, যে জল ফেরাউনের জীবন শেষ করেছিল, তা ফেরাউনের ওপর আনা হয়েছিল পূর্বদিকের বায়ু মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে—যে বায়ু ঈশ্বর তাঁর মনোনীত প্রজাকে উদ্ধারকালে জলরাশিকে স্থানে ধরে রেখেছিল। পূর্বদিকের বায়ুই তৃতীয় ধিক্কার, যা রবিবার-আইনের ওপর আঘাত হানে, যখন প্রকাশিত বাক্য এগারোর ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।

পৃথিবীর জন্তুর চতুর্থ ও চূড়ান্ত প্রজন্মের পূর্ববর্তী প্রজন্মটি রিপাবলিকান এবং প্রোটেস্ট্যান্ট—উভয় শৃঙ্গেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। রিপাবলিকান শৃঙ্গের যে আপস তার তৃতীয় প্রজন্মে সংঘটিত হয়েছিল, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ঘিরে থাকা সময়কালে সম্পন্ন হয়; এবং তা চিহ্নিত করেছিল যে যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক কাঠামো ফেডারেল রিজার্ভের বৈশ্বিকতাবাদীদের হাতে সমর্পণ করছে। সেই একই সময়ে লাওদিকীয় সপ্তম-দিনের অ্যাডভেন্টবাদ তার চিকিৎসা ও শিক্ষামূলক কার্যকে জাগতিক শিক্ষা ও চিকিৎসার মানদণ্ড দ্বারা "স্বীকৃত" করানোর চেষ্টা করেছিল। ক্রিয়ারূপে "অধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব" কনস্টান্টাইন এবং প্রাচীন ইস্রায়েলের রাজাদের জগতের শক্তিগুলোর সঙ্গে আপসকে নির্দেশ করে। এই আপসকে বর্ণনা করার জন্য অনুপ্রেরণার দ্বারা ব্যবহৃত শব্দটি হলো "অ্যাম্যালগামেশন," যা এলেন হোয়াইটের সময়কার অভিধানে এভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল; "to mix or unite in an amalgam; to blend." ভাল ও মন্দের জ্ঞানের বৃক্ষ হলো অ্যাম্যালগামেশনের বৃক্ষ, আপসের বৃক্ষ। "শেষ মহাশক্তিশালী সংঘর্ষ" হলো রবিবার-আইন সংকট, এবং সেই সংকটের জন্য শয়তানের প্রস্তুতি হলো "অধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব," যা মানবীয় প্রজ্ঞাকে ঐশী প্রকাশের সঙ্গে মিশ্রিত করে।

> "শয়তান শেষ মহাসংঘর্ষের জন্য ব্যস্তভাবে তার পরিকল্পনাগুলি প্রণয়ন করছে, যখন সকলে পক্ষ গ্রহণ করবে...."
>
> "জগতের মধ্যে যে কণ্ঠস্বরগুলি প্রাধান্য বিস্তার করছে, সেই কণ্ঠস্বরগুলির প্রতি কর্ণপাত কর, যে শক্তিগুলি প্রাবল্য লাভ করছে, সেগুলিকে লক্ষ্য কর। প্রার্থনার কোনো কণ্ঠস্বর কি আছে? ঈশ্বরকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে—এমন কোনো চিহ্ন কি তোমরা দেখছ? যাজক আছে, তাদের সংখ্যা অনেক; কিন্তু তারা তাদের পদতলে যিহোবার ব্যবস্থা দলিত করছে। তাদের বস্ত্র প্রাণের রক্তে কলঙ্কিত। অগণিত লোক দুষ্টাত্মাদের উদ্দেশে বলি দিচ্ছে। দেখ, তোমরা যারা আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছ। কল্পনায় দেখ সেই বিপুল জনসমাবেশকে, যারা শয়তানের বেদীর সামনে উপাসনা করছে। সঙ্গীতের প্রতি কর্ণপাত কর, সেই ভাষার প্রতি কর্ণপাত কর, যাকে উচ্চতর শিক্ষা বলা হয়। কিন্তু ঈশ্বর একে কী বলে ঘোষণা করেন?—অধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব।" Pamphlets, 004, 11.

শেষ সংঘর্ষে, যখন "সকলেই পক্ষ অবলম্বন করবে," তখন এদেন উদ্যানের পরীক্ষা পুনরাবৃত্ত হয়। যে পরীক্ষা আদিতে একটি উদ্যানের মধ্যস্থ এক বৃক্ষকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ ছিল, তা শেষকালে সমগ্র পৃথিবীতে পুনরাবৃত্ত হয়। চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে শয়তানের কার্য হচ্ছে "অধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব," যা "উচ্চশিক্ষা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত! পৃথিবী-পশুর দেশের মধ্যে "উচ্চশিক্ষা"-এর প্রতীক পাওয়া যায় টেনেসির ন্যাশভিলে, "দক্ষিণের এথেন্স"-এ, যেখানে পার্থেনন মন্দির অবস্থিত, যা ন্যাশভিলে একসময় ম্যাডিসন কলেজ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সত্য শিক্ষার বিপরীতে অবস্থান করছে। অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত

নিম্নলিখিত উক্তিটি এই প্রবন্ধের শেষে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু এই পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

> “পাপাচারের রহস্যটি, যা এই পৃথিবীর ইতিহাসের পরিসমাপ্তিতে এত বৃহৎভাবে স্থান করে নিয়েছে, তা সতর্কতার সঙ্গে অন্বেষণ করার জন্য সকলেরই প্রজ্ঞার প্রয়োজন।...”
>
> “পুনঃস্থাপিত পরমদেশে পৌঁছাবার জন্য কোনো মধ্যপথ নেই। এই অন্তিম দিনের জন্য মানবজাতিকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা মানবীয় উদ্ভাবনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার জন্য নয়....”
>
> “যাদেরকে ঈশ্বর উচ্চ আস্থার পদে উন্নীত করেছেন, তারা স্বর্গের আলো থেকে ফিরে মানবীয় প্রজ্ঞার দিকে যেতে পারে.... যারা এমন এক চরিত্রের অধিকারী হতে চায় যা তাদের ঈশ্বরের সহকার্যকারী শ্রমিক করে তুলবে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা লাভ করাবে, তাদের অবশ্যই নিজেদের ঈশ্বরের শত্রুদের থেকে পৃথক করতে হবে এবং সেই সত্যকে ধারণ করে রাখতে হবে, যা খ্রিষ্ট যোহনকে বিশ্বকে দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন।” Manuscript Releases, volume 18, 30–36.

যে “সকলের” “জ্ঞান” প্রয়োজন, তা তাদের সকলকেই নির্দেশ করে যারা এমন এক পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করানো হয়, যা পরিণামে উপাসকদের দুই শ্রেণি উৎপন্ন করে। “জ্ঞানীরা” তারা, যারা প্রয়োজনীয় “জ্ঞান” লাভ করে। পরীক্ষার এই প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশনা উন্মুক্ত করা হয়, মানবীয় অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হওয়ার ঠিক পূর্বে। সেই উন্মোচন “জ্ঞানের বৃদ্ধি” আরম্ভ করে। যারা যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তারা সেই ভাববাণীমূলক জ্ঞানের “তেল” লাভ করবে, যা রবিবার-আইনে পূর্বদিকের বায়ুর আগমনের পূর্বে পথনির্দেশ, প্রস্তুতি এবং পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত। “সৎ ও অসৎ জ্ঞানের বৃক্ষ” স্বর্গীয় রুটির জাল প্রতিরূপের প্রতীক, যা হয় গ্রহণ করতে হবে, নয়তো প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

গালীলে, কপর্নহূমের সমাজগৃহে, একটিমাত্র ঘটনার ফলে যীশু তাঁর পরিচর্যাকালের অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক অনুসারী হারিয়েছিলেন। সেখানে পরীক্ষা ছিল এই যে, খ্রিস্টের ভাববাণীমূলক বাক্যগুলি আক্ষরিক ছিল, না আত্মিক; এবং যারা সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল, তারা ব্যর্থই হয়েছিল—কারণ তারা ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত প্রত্যেক বাক্য দ্বারাই জীবনযাপন করবে। খ্রিস্ট স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনিই স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ রুটি; আর যারা সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল, তারা সত্যকে মানবীয় প্রজ্ঞার সঙ্গে মিশ্রিত করেছিল, যা গ্রীকদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

হবা উদ্যানের ব্যর্থতার সূচনা করার পূর্বেই, খ্রীষ্ট আদম ও হবাকে উভয়কেই সৎ ও অসৎ জ্ঞানের বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনন্ত সুসমাচারের তিনটি ধাপের মধ্যে প্রথমটি হলো ঈশ্বরভয়।

> “মন যেন প্রকাশিত বাক্যের বিস্ময়কর সত্যসমূহ অনুধাবন করে; তাহা হইলে তাহার শক্তিগুলিকে তুচ্ছ বিষয়ের উপর প্রয়োগ করিয়া সে কখনও সন্তুষ্ট থাকিবে না; আজকের যুবসমাজকে নৈতিকভাবে অধঃপতিত করিতেছে এমন আবর্জনাসদৃশ সাহিত্য ও নিরর্থক আমোদ-প্রমোদ হইতে সে ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইবে। যাহারা বাইবেলের কবি ও প্রাজ্ঞজনদের সহিত সান্নিধ্যে অবস্থিত হইয়াছে, এবং যাহাদের আত্মা বিশ্বাসের বীরদের মহিমাময় কর্ম দ্বারা আলোড়িত হইয়াছে, তাহারা চিন্তার সেই সমৃদ্ধ ক্ষেত্রসমূহ হইতে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করিবে যে, তাহাদের হৃদয় হইবে অনেক অধিক

পবিত্র এবং মন হইবে অনেকে অধিক উন্নত, তুলনায় যদি তাহারা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ লেখকদের অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকিত, অথবা জগতের ফিরাউন, হেরোদ ও কায়সারদের কীর্তিকলাপ মনন করিয়া তাহাদেরই মহিমাকীর্তনে প্রবৃত্ত হইত।”

> “যুবকদের শক্তিসমূহ অধিকাংশই সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কারণ তারা ঈশ্বরভয়কে জ্ঞানের সূত্রপাত করে না। প্রভু দানিয়েলকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলেন, কারণ তিনি এমন কোনো প্রভাবের অধীন হতে সম্মত হননি, যা তাঁর ধর্মীয় নীতিমালায় বিঘ্ন ঘটাত। আমাদের মধ্যে বিচক্ষণতা, স্থিরতা ও দৃঢ় মহিমায় সমৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা এত অল্প হওয়ার কারণ এই যে, তারা স্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকেই মহত্ত্ব লাভ করতে চায়।” Messages to Young People, 255, 256.

হবা তাঁর “ঈশ্বরভয়” হারিয়েছিলেন। ঈশ্বরের বাক্যে তাঁর কেঁপে ওঠা উচিত ছিল, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের একটি বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরভয় এই তিনটি পরীক্ষার মধ্যে প্রথম, এবং এটি শুরু হয় যখন ভাববাণীমূলক বাক্য উন্মোচিত হয়, যা শেষপর্যন্ত জ্ঞানীদের এক শ্রেণি এবং মূর্খদের এক শ্রেণি উৎপন্ন করে। যাঁরা জ্ঞানী হবার জন্য নির্দিষ্ট, তাঁদের জন্য সূচনা হলো ঈশ্বরের বাক্যে কেঁপে ওঠা। হবা তা করেননি, এবং পরীক্ষণ-প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপের সম্মুখীন হলে তিনি ঈশ্বরকে মহিমা দিতে অক্ষম হলেন, এবং তারপর বিচারের ঘন্টার সম্মুখীন হলেন, যেখানে তিনি লাওদিকিয়ার নগ্নতা প্রকাশ করলেন।

> “যাঁরা খ্রিষ্টীয় চরিত্রকে পরিপূর্ণ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের সকলকেই খ্রিষ্টের জোয়াল বহন করতে হবে। যদি তাঁরা খ্রিষ্ট যীশুতে স্বর্গীয় স্থানে একত্রে বসতে চান, তবে এই পৃথিবীতে থাকাকালীন তাঁদের তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। খ্রিষ্ট নিজেকে সন্তুষ্ট করেননি। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল এক নির্মল, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার বিকাশ। তিনি মানব-স্বভাব গ্রহণ করেছিলেন, যেন পতিত জগতের কাছে, শয়তান ও তার সমাজগৃহের কাছে, স্বর্গীয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে, এবং অপতিত জগতসমূহের কাছে প্রদর্শন করতে পারেন যে, তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের সঙ্গে একীভূত মানব-স্বভাব ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হতে পারে। সকলেরই জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, ‘পরিত্রাণ লাভ করার জন্য আমাকে কী করতে হবে?’ ঈশ্বর নম্র, ভগ্নচিত্ত হৃদয় চান, যা তাঁর বাক্যে কম্পিত হয়। কেবল ঐশ্বরিক বেদী থেকেই আমরা সেই স্বর্গীয় মশাল গ্রহণ করতে পারি, যা গ্রহণ করলে তা আমাদের অক্ষমতার একটি পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দিবে, এবং আমাদের কাছে খ্রিষ্টের মর্যাদা ও মহিমা প্রকাশ করবে। যখন এটি দেখা যায়, তখন ঈশ্বর আমাদের পবিত্র আত্মার পরিচালনার অধীন করেন, এবং তিনি আমাদের সমস্ত সত্যে পরিচালিত করবেন।” Bible Echo, July 20, 1896.

সত্য ও ভ্রান্তির সংমিশ্রণ শয়তানের কার্য, যা অধর্মের রহস্য হিসেবে পরিচিত। অনুসন্ধানমূলক বিচারের চূড়ান্ত ঘটনাবলিতে সমগ্র মানবজাতির আপস ন্যাশভিল, টেনেসির পার্থেনন মন্দিরে স্মারকরূপে সংরক্ষিত রয়েছে।

> “আমাদের যুবকদের এমন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠানো জ্ঞানসম্মত নয়, যেখানে তারা গ্রিক ও লাতিন ভাষার জ্ঞান অর্জনে নিজেদের সময় নিয়োজিত করে, অথচ এই ভাষাগুলিতে পারদর্শিতা লাভের জন্য যে অবিশ্বাসী লেখকদের তারা অধ্যয়ন করে, তাদের ভাবধারায় তাদের মন ও হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। তারা এমন এক জ্ঞান অর্জন করে, যা আদৌ প্রয়োজনীয় নয়, কিংবা মহান শিক্ষকের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। সাধারণত এইভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবল আত্মগরিমা দেখা যায়। তারা মনে করে যে তারা উচ্চশিক্ষার শিখরে পৌঁছে গেছে, এবং এমন গর্বভরে নিজেদের বহন করে,

যেন তারা আর শিক্ষার্থী নয়। ঈশ্বরের সেবার জন্য তারা অযোগ্য হয়ে পড়ে। তুলনামূলকভাবে অনুপযোগী এক শিক্ষালাভে অনেকেই যে সময়, অর্থ ও অধ্যবসায় ব্যয় করছে, তা এমন এক শিক্ষা অর্জনে ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল, যা তাদের সর্বাঙ্গীণ পুরুষ ও নারী করে তুলত, ব্যবহারিক জীবনের জন্য উপযুক্ত করত। এমন শিক্ষা তাদের জন্য সর্বোচ্চ মূল্যবান হতো।”

“আমাদের বিদ্যালয়সমূহ ত্যাগ করার সময় শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে কী বহন করে নিয়ে যায়? তারা কোথায় যাচ্ছে? তারা কী করতে যাচ্ছে? তাদের কি এমন জ্ঞান আছে, যা তাদের অন্যদের শিক্ষা দিতে সক্ষম করবে? তারা কি জ্ঞানী পিতা ও মাতা হওয়ার জন্য শিক্ষিত হয়েছে? তারা কি জ্ঞানী শিক্ষক হিসেবে একটি পরিবারের প্রধান স্থানে দাঁড়াতে পারে? তাদের গৃহজীবনে তারা কি তাদের সন্তানদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে পারে, যাতে তাদের পরিবার এমন এক পরিবার হয়, যার প্রতি ঈশ্বর আনন্দের সঙ্গে দৃষ্টি দিতে পারেন, কারণ তা স্বর্গীয় পরিবারের একটি প্রতীক? তারা কি সেই একমাত্র শিক্ষাই গ্রহণ করেছে, যাকে প্রকৃত অর্থে ‘উচ্চতর শিক্ষা’ বলা যেতে পারে?”

“উচ্চশিক্ষা কী? কোনো শিক্ষাকেই উচ্চশিক্ষা বলা যেতে পারে না, যদি না তা স্বর্গের সদৃশতা বহন করে, যদি না তা যুবক-যুবতীদের খ্রিষ্টসদৃশ হতে পরিচালিত করে, এবং তাদের উপযুক্ত করে তোলে যেন তারা ঈশ্বরের স্থানে তাদের পরিবারগুলোর প্রধান হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি কোনো যুবক তার বিদ্যালয়জীবনে গ্রীক ও লাতিন ভাষার জ্ঞান এবং অবিশ্বাসী লেখকদের গ্রন্থে নিহিত ভাবাবলির জ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে তার বিশেষ ক্ষতি হয়নি। যদি যীশু খ্রিষ্ট এই প্রকার শিক্ষাকে অপরিহার্য বলে গণ্য করতেন, তবে কি তিনি তা তাঁর শিষ্যদের দিতেন না, যাদের তিনি শিক্ষিত করছিলেন মরণশীলদের নিকট অর্পিত সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ সম্পাদনের জন্য, জগতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য? কিন্তু, পরিবর্তে, তিনি তাদের হাতে পবিত্র সত্য অর্পণ করেছিলেন, যেন তা তার সরলতায় জগৎকে দেওয়া হয়।”

“এমন সময় আসে যখন গ্রীক ও লাতিন পণ্ডিতদের প্রয়োজন হয়। কিছু লোককে এই ভাষাগুলি অধ্যয়ন করতেই হবে। এটি উত্তম। কিন্তু সকলের, এবং অনেকেরও নয়, সেগুলি অধ্যয়ন করা উচিত। যারা মনে করে যে উচ্চতর শিক্ষার জন্য গ্রীক ও লাতিনের জ্ঞান অপরিহার্য, তারা দূরদৃষ্টি রাখতে পারে না। তদ্রূপ, জগতের লোকেরা যাকে বিজ্ঞান বলে, তার রহস্যসমূহের জ্ঞানও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। শয়তানই মনের মধ্যে কুতর্ক ও প্রথা পূর্ণ করে, যা প্রকৃত উচ্চতর শিক্ষাকে বহিষ্কার করে, এবং যা শিক্ষার্থীর সঙ্গেই বিনষ্ট হবে।”

“যাঁরা ভ্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করছেন, তাঁরা স্বর্গাভিমুখে দৃষ্টি তোলেন না। যিনি সেই সত্য আলো, ‘যে আলো জগতে আগত প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে,’ তাঁকে তাঁরা দেখতে পারেন না। তাঁরা অনন্ত বাস্তবতাগুলিকে প্রেতচ্ছায়ার ন্যায় গণ্য করেন, একটি পরমাণুকে জগৎ বলে, আর একটি জগৎকে পরমাণু বলে। যাঁরা তথাকথিত উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের সম্বন্ধে ঈশ্বর ঘোষণা করেন, ‘তোমাকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হইয়াছে, এবং তোমাকে ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গিয়াছে,’—ব্যবহারিক কার্যব্যবস্থার জ্ঞানে ত্রুটিপূর্ণ, সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার কীভাবে করতে হয় সেই জ্ঞানে ত্রুটিপূর্ণ, যীশুর জন্য কীভাবে পরিশ্রম করতে হয় সেই জ্ঞানে ত্রুটিপূর্ণ।” Review and Herald, August 17, 1897.

ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকের সতর্কবাণী কোনো আকস্মিক নগর-বিষয়ক বিষয় নয়; এটি সপ্তম-দিনের অ্যাডভেন্টিস্টদের, যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিশ্বের উপর প্রত্যক্ষভাবে আনীত

একটি বিচার। ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকগুলি অ্যাডভেন্টবাদের বিভিন্ন শ্রেণী, পৃথিবীর পশু, এবং বিশ্বের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকগুলি মিথ্যা শিক্ষার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার, যা ভাল ও মন্দের জ্ঞানবৃক্ষ দ্বারা প্রতীকীভূত।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> “বিভিন্ন প্রতীকমূলক চিত্রের দ্বারা প্রভু যীশু যোহনের কাছে তাদের দুষ্ট চরিত্র এবং প্রলোভনসঙ্কুল প্রভাব উপস্থাপন করছিলেন, যারা ঈশ্বরের লোকদের নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত হয়েছে। এই পৃথিবীর ইতিহাসের পরিসমাপ্তিতে যে অধর্মের রহস্য এত বৃহৎভাবে স্থান পায়, তা সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান করার জন্য সকলেরই প্রজ্ঞার প্রয়োজন। বিশ্বের শাসনক্ষমতাসমূহের অধিবাসীদের জঘন্য কার্যাবলির বিষয়ে ঈশ্বরের উপস্থাপনা—যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে সম্মান না করে নিজেদের গোপন সমিতি ও মৈত্রীজোটে আবদ্ধ করে—সত্যের আলোপ্রাপ্ত লোকদের এই সমস্ত অনিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকতে সক্ষম করা উচিত। ক্রমেই আরও অধিকভাবে জগতের সমস্ত ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীরা তাদের দুষ্ট কার্যকলাপ প্রকাশ করবে; কারণ এখানে কেবল দুই পক্ষই আছে—যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে, এবং যারা ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে....”
>
> নারীর বংশধর ও সর্পের মধ্যে বৈরিতা প্রভু দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। “আর আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, এবং তোমার বংশধর ও তার বংশধরের মধ্যে শত্রুতা স্থাপন করিব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, আর তুমি তাহার গোড়ালি দংশন করিবে।” “আর আদমকে তিনি বলিলেন, যেহেতু তুমি তোমার স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিয়াছ, এবং যে বৃক্ষ সম্বন্ধে আমি তোমাকে আজ্ঞা দিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা হইতে ভোজন করিবে না, তথাপি তাহা হইতে ভোজন করিয়াছ; এই কারণে তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হইল; দুঃখভোগে তুমি তোমার জীবনাবধি তাহা হইতে আহার করিবে; তাহা তোমার জন্য কণ্টক ও আগাছা উৎপন্ন করিবে; আর তুমি ক্ষেত্রের শাক ভোজন করিবে; তোমার মুখের ঘামে তুমি অন্ন ভোজন করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি পুনরায় ভূমিতে ফিরিয়া যাও; কারণ তাহা হইতেই তোমাকে লওয়া হইয়াছিল; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতেই পুনরায় ফিরিয়া যাইবে।”
>
> “নিজের পথ অনুসরণ করে, শয়তানের প্রলোভনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং ঈশ্বরের জানা ইচ্ছার বিরোধিতা করে কাজ করে, মানুষ বৃথাই নিজেকে উন্নত ও আশীর্বাদিত করতে চেষ্টা করছিল। এভাবেই সে ঈশ্বরের আদেশসমূহের প্রতি অবাধ্যতার এক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অর্জন করল। এভাবেই সে মঙ্গল ও অমঙ্গল জানল; এভাবেই সে ঈশ্বরের প্রতি নিজের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য হারাল এবং সমগ্র মানবপরিবারের ওপর অনিষ্ট ও দুঃখভোগের প্লাবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। আজ কত লোক একই পরীক্ষা করে চলছে! মানুষ কবে শিখবে যে তার নিরাপত্তার একমাত্র উপায় হলো ‘প্রভু এই কথা বলেন’—এর প্রতি পূর্ণ আস্থা?”
>
> “মানবীয় পদ্ধতির মাধ্যমে শয়তান ঈশ্বরের সন্তানদের উপর নিজের উদ্ভাবনসমূহ আরোপ করতে চায়। সে ঈশ্বররূপে গৃহীত হতে চায়, এমনকি ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে স্থান পেতেও চায়।”
>
> “বিশ্রামবারকে সপ্তাহের প্রথম দিনে পরিবর্তন করে, সে মানুষকে ঈশ্বরের ঘোষণাসমূহে অবিশ্বাস করতে পরিচালিত করে, এবং সেইভাবে তাদের নিজেদের পথ ও

পরিকল্পনাকে এমনভাবে গণ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে, যেন সেগুলি তাদের নিজ চোখে ও তাদের বিকৃত বিচারে অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ প্রতীয়মান হয়। মানবীয় নীতিকৌশলের মাধ্যমে সে মানুষকে ঈশ্বরের সুস্পষ্ট আজ্ঞাসমূহকে মানব-পরম্পরার তুলনায় কম বলবৎ বলে গণ্য করতে পরিচালিত করে, এবং সেই ব্যবস্থার থেকে বিচ্যুতিকে—যা সর্বদা পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত ও উত্তম—অতি সামান্য বিষয় বলে মনে করতে প্ররোচিত করে। সে দেখে যে, এইভাবে মানবীয় কর্মকারকদের বাধ্য সন্তানদের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতিতে চলা থেকে বিরত রেখে, সে আমাদের জগতে ঈশ্বরের কাজের পরিপূর্ণতাকে ব্যাহত করতে পারে।”

“কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মানবীয় মাধ্যমগুলোর সঙ্গে শয়তানের আঁতাত এখন, পাপের পরীক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পরও, ভয় করা ও পরিহার করা আমাদের প্রথম পিতামাতার ক্ষেত্রে যেমন ছিল, তেমনি সমানভাবে প্রয়োজনীয়। আমাকে এই কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের কার্যে দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানে নিযুক্ত, তারা অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার নিজেদের অধিকারকে অতিমূল্যায়ন করছে। একজন মানুষ যে পদে অধিষ্ঠিত থাকে, তা তার চরিত্রকে পরিবর্তন করে না। কারও কারও মনে হয়েছে যে, মণ্ডলীগুলোর জন্য এবং স্যানিটোরিয়ামগুলোর জন্য তাদেরই পরিকল্পনা করতে হবে, এবং তাদের বিচারের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা চলবে না। তারা প্রত্যেক পদক্ষেপে যীশুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। প্রত্যেক মানুষের জন্য তিনিই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হওয়া উচিত।”

“যিনি প্রায়ই আমাদের শিক্ষক হয়েছেন, তিনি বলেন, ‘মানুষের পক্ষে তার ঈশ্বরের সঙ্গে বিনম্রভাবে চলা কত কঠিন—অনুতপ্ত আত্মায় ঈশ্বরের পথ গ্রহণ করা এবং শয়তানের সেই প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করা, যা জাগতিক দৃষ্টিতে মহৎ সুবিধা উপস্থিত করছে বলে মনে হয়।’ ঈশ্বরই যে একমাত্র দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করছেন, তার উপর অটলভাবে দাঁড়ানোর পরিবর্তে মানুষ যখন নিজের পথ অবলম্বন করে, তার প্রভাব বারবার প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর যে সরল পথ নির্দেশ করছেন, তাতে চলতে অস্বীকার করা তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে যাবে এবং অন্যদেরও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে না, যাদের উপর একই পরীক্ষা ও দুঃখকষ্ট আসে। মানুষ কবে শিখবে যে ঈশ্বর ঈশ্বরই, মানুষ নন যে তিনি পরিবর্তিত হবেন?”

“কেউ কেউ, যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তারা এমন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য একটানা জ্বরে আক্রান্তের মতো উদ্গ্রীব থেকেছে, যা ঈশ্বর তাদের উপর অর্পণ করেননি। ঈশ্বর প্রত্যেক পরিচারক ও প্রত্যেক চিকিৎসককে সত্যের সরলতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। ঈশ্বরের পুত্র, যিনি পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই প্রকাশিত, তিনিই আজ আমাদের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। প্রত্যেক চিকিৎসা-প্রচারককে তাঁর কাছ থেকেই তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। যদি সে বায়ুর অধিকারশালী রাজপুত্র থেকে নিজেকে পৃথক না করে, তবে সে সেইসব প্রাণকে বিভ্রান্ত করবে, যারা তার উপর আস্থা রাখে। যারা এমনভাবে শিক্ষিত ও উন্নীত যে তাদের পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়—সকলেই যেন এমন লোকদের বিষয়ে সাবধান থাকে।”

“পাপের কূটচাল অসীম কল্পনাকেও অতিক্রম করে। প্রতিটি বিপর্যয়, প্রতিটি দুঃখভোগ ও মৃত্যু, কেবল অনিষ্টশক্তির ক্ষমতারই নয়, জীবন্ত ঈশ্বরের সত্যতারও প্রমাণ। সত্যকে জেনেও—জীবন্ত ঈশ্বরের সেই বাক্যকে, যা অনন্তকাল স্থায়ী, এবং যা আনুগত্যের মাধ্যমে জীবন দান করে—শয়তানের কপট-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে মানুষের দুর্বলতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। যারা ঈশ্বরের দ্বারা শিক্ষিত, তারা সকলেই

খ্রিষ্টকে তাঁর পুত্ররূপে স্বীকার করে। যারা ঈশ্বরের সুপরিচিত ঘোষণাসমূহে অবিশ্বাস করে, তারা পাপের জনপ্রিয়তাকেই প্রকাশ করে, এবং তারা জীবন ও অমরত্বের পক্ষে কাজ করছে না, যা সত্যের পরিপূর্ণ পবিত্রীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আনীত হয়। যদি তারা চরিত্রে, কথায় ও আত্মায় পরিবর্তন না আনে, তবে আত্মাগণ বিনষ্ট হবে।”

“পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পরমদেশে পৌঁছাবার কোনো মধ্যপথ নেই। এই অন্তিম দিনের জন্য মানুষকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা মানবীয় কৌশল-উদ্ভাবনের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার জন্য নয়। আমাদের জাগতিক আইনজ্ঞদের নীতিনির্ভরতার ওপর নির্ভর করা চলবে না। আমাদের প্রার্থনাপরায়ণ, নম্র মানুষ হতে হবে, তাদের মতো আচরণ করা চলবে না, যারা শয়তানের কার্যকারিতার দ্বারা অন্ধ হয়ে আছে।”

“অনেকেরই একটি বিশ্বাস আছে, কিন্তু এমন বিশ্বাস নয়, যা প্রেমের দ্বারা কার্যকর হয় এবং প্রাণকে পরিশুদ্ধ করে। পরিত্রাণদানকারী বিশ্বাস কেবল সত্যের একটি নিছক মান্যতা নয়। ‘ভূতেরাও বিশ্বাস করে, এবং থরথর করে কাঁপে।’ ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণা মানুষের মধ্যে এমন এক বিশ্বাস সঞ্চার করে, যা এক প্রেরণাদায়ক শক্তি, যা চরিত্রকে গঠন করে, এবং মানুষকে কেবল আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। আমাদের বাক্য, আমাদের কার্য, এবং আমাদের আত্মা এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করবে যে আমরা খ্রিস্টের অনুসারী।”

“ঈশ্বর যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলো ও আশীর্বাদ দান করেছেন, তা এই শেষ কালে অধর্মলঙ্ঘন ও ধর্মত্যাগের বিরুদ্ধে কোনো নিরাপত্তা নয়। যাঁদের ঈশ্বর আস্থার উচ্চ পদে উন্নীত করেছেন, তাঁরা স্বর্গের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে মানবীয় প্রজ্ঞার দিকে যেতে পারেন। তখন তাঁদের আলো অন্ধকারে পরিণত হবে, ঈশ্বর-নিয়োজিত তাঁদের সক্ষমতাসমূহ ফাঁদ হয়ে উঠবে, তাঁদের চরিত্র ঈশ্বরের কাছে অপরাধস্বরূপ হবে। ঈশ্বরকে উপহাস করা যাবে না। তাঁর থেকে বিচ্যুতি অতীতে যেমন তার নিশ্চিত ফলের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে, তেমনি সর্বদাই হবে। যে কার্যসমূহ ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে, সেগুলি যদি দৃঢ়ভাবে অনুতাপ করে পরিত্যাগ না করা হয়, তবে সেগুলিকে ন্যায্য প্রমাণ করার চেষ্টা করতে করতে, দুষ্কর্মকারীকে প্রতারণার মধ্যে ধাপে ধাপে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে যে অনেক পাপ নির্ভয়ে সংঘটিত হবে। আর যারা এমন এক চরিত্রের অধিকারী হতে চায়, যা তাদের ঈশ্বরের সহকর্মী শ্রমিক করে তুলবে এবং ঈশ্বরের প্রশংসাবচন লাভ করাবে, তাদের অবশ্যই নিজেদের ঈশ্বরের শত্রুদের থেকে পৃথক রাখতে হবে, এবং সেই সত্যকে অটলভাবে ধারণ করতে হবে যা খ্রিষ্ট যোহনকে জগতকে দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন।” Manuscript Releases, volume 18, 30–36.